

## 316 - মাহরাম ছাড়া নারীর সফর করা হারাম হওয়া ও মাহরামের শর্তাবলি

### প্রশ্ন

ইনশাআল্লাহ, আমার মা উমরা আদায় করার জন্য যতে চান। তাঁর স্বামী ও ভায়রো তাঁর সাথে যতে পারছেন না। তাঁর চাচাতো ভাই; যনি একদকিে তাঁর দবের, অন্যদকিে ভগ্নীপতি; সস্ত্রীক হজ্জে যাচ্ছেনে। এমতাবস্থায়, আমার মায়েরে জন্য তাদরে দুজনরে সাথে উমরা করতে যাওয়া জায়যে হবে কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলাম নারীকে সুরক্ষতি রাখার জন্য সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা ওয়াজবি করে দিয়েছে; যতে করে মাহরাম পুরুষ নারীকে দুশ্চরতির ও হীন-উদ্দেশ্য চরতিরথকারী লোকদরে থেকে নিরাপদ রাখতে পারে এবং সফরে নারীর দুর্বলতায় তাকে সহযোগিতা করতে পারে। যহেতে সফর হচ্ছে- এক টুকরো কষ্ট। তাই মাহরাম ছাড়া কোন নারীর সফর করা জায়যে নয়। দলিল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য, তনি বলেন: “অবশ্যই অবশ্যই কোন নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লখিয়েছি। আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বরিয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।”[সহি বুখারী (ফাতহুল বারী ৩০০৬)]

মাহরাম সাথে থাকা ওয়াজবি হওয়ার প্রমাণ এভাবে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লোককে জহিদ বাদ দেওয়ার নরিদশে দিয়েছেন। অথচ সে লোক কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লখিয়েছিল এবং তার স্ত্রীর সফরটা ছিল হজ্জের মত নকেকাজ ও সওয়াবের কাজের সফর; কোন বনিদেন ভ্রমণ বা সন্দেহপূর্ণ ভ্রমণ নয়। তা সত্ত্বেও তনি তাকে তার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করতে যাওয়ার নরিদশে দিয়েছেন।

মাহরামের ক্ষত্রে আলমেগণ পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করে থাকনে, সগেলো হচ্ছে- পুরুষ হওয়া, মুসলিম হওয়া, বালগে হওয়া, আকলবান হওয়া এবং এ নারীর জন্য পুরুষ লোকটি চরিস্থায়ীভাবে হারাম হওয়া; যমেন- পতি, ভাই, চাচা, মামা, শ্বশুর, মায়েরে স্বামী, দুধ-ভাই প্রমুখ (অস্থায়ীভাবে হারাম এমন পুরুষ নয়, যমেন- ভগ্নীপতি, ফুফা, খালু প্রমুখ)।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলব: আপনার মায়েরে জন্যে তাঁর দবের, কথিবা চাচাতো ভাই কথিবা মামাতো ভাই মাহরাম নয় বধিয় তাদরে সাথে সফর করা জায়যে হবে না।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।